দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 22 SEP 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

264

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম

আমাদের দরিদ্র ও অশিক্ষিত সমাজে স্বেচ্ছাসেবীদের দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন অপরিহার্য। কেননা সরকারের একক প্রচেষ্টায় আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়। নিবেদিতপ্রাণ কর্মীর অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে অশিক্ষার অন্ধকার দূরীভূত হবে না, পরিবার পরিকল্পনার কাজ কার্যকরভাবে জনসাধারণের মধ্যে বিস্তার লাভ করবে না এবং সমাজ থেকে অভাব ও কুসংস্কার নির্মূল হবে না। এমতাবস্থায় স্থানীয় তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের সেবামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ অতীব প্রয়োজন। উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রীদের পরিকল্পিতভাবে এরূপ সমাজসেবামূলক কাজে সুযোগদানের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যায়। এ ক্ষেত্রে গতানুগতিকতা পরিহারপূর্বক সচেতন কর্মপ্রয়াস গ্রহণ করা একান্তভাবে প্রয়োজন।

(ক) প্রাথমিক পর্যায়ে কেবল মাত্র উৎসাহী ও নিবেদিত ছাত্রদের সমন্বয়ে এক একটি "স্বেচ্ছাসেবী দল" গঠন করা যায়। স্কুলের ক্ষেত্রে কেবল মাত্র নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্র এবং কলেজের ক্ষেত্রে সমুদয় ছাত্রদের মধ্য হতে কেবল মাত্র ইচ্ছুক নিষ্ঠাবান শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে উক্ত "স্বেচ্ছাসেবী দল" গঠন করা যায়।

(খ) স্বেচ্ছামূলক কাজে সময় নির্ধারণ ঃ

স্বোচ্ছামূলক কাজের সময় সাধারণতঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাধারণ ছুটির অবকাশই উপযুক্ত সময়। কিন্তু যেহেতু বাংলাদেশ বর্ষা বাদলের দেশ, সেহেতু সব ঋতুতে সমাজ সেবামূলক কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় ডিসেম্বর/জানুয়ারী হতে মার্চ-এর কোনো একদিকে একপক্ষকালের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্তব্যজনিত সাধারণ ছুটি ঘোষণা করতঃ স্বেচ্ছাসেবী দলগুলোকে অধিকতর আস্থা ও উৎসাহের সংগে কাজ করার সুযোগ প্রদান করা যায়।

(খ) স্বেচ্ছা সেবামূলক কাজের স্বীকৃতি ঃ

স্বেচ্ছা সেবামূলক কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ অংশগ্রহণকারী স্বেচ্ছাসেবী ছাত্রদেরকে কাজের মান অনুসারে সার্টিফিকেট প্রদান করা যায়। ভবিষ্যতে বৃহত্তর কার্যক্ষেত্রে অর্থাৎ চাকুরী লাভ ও অন্যান্যক্ষেত্রে উক্ত সনদ অতিরিক্ত গুণ বা কৃতিত্ব হিসাবে গণ্য করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। এ ধরনের পদক্ষেপ অনেককে সেবামূলক কাজে উৎসাহিত বা আকৃষ্ট করতে পারে। বিশেষ ক্ষেত্রে চ্যান্সেলর এয়োয়ার্ড নামক পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা যায়।

(গ) স্বেচ্ছাসেবী দলের গঠন প্রকৃতঃ

দশ-পনেরো জনের এক একটি দল বা গ্রুপের সমন্বয়ে স্বেচ্ছাসেবী দল গঠিত হতে পারে। উক্ত দলের নেতৃত্বে থাকবেন একজন নিষ্ঠাবান শিক্ষক। প্রাথমিক পর্যায়ে রোভার স্কাউট, যুব রেডক্রসের সদস্য, রেঞ্জার, গার্লস গাইড ও বিএনসিসি ইত্যাদির সহায়তায় উক্ত স্বেচ্ছাসেবী দল গঠন করা যায়।

ক্রমান্বয়ে সকল আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীকে উক্ত দলে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান সার্বিক দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

(ঘ) পরীক্ষামূলকভাবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশেপাশে একটি সুনির্দিষ্ট এলাকা বা গ্রাম বাছাই করতঃ সেবামূলক কার্যক্রম শুরু করা যায়। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড মেম্বারকে উক্ত কাজে সাহায্য সহযোগিতা প্রদানের জন্য পূর্বাহ্নে অবহিত করানো যায়।

(ঙ) সেবামূলক কার্যক্রমের প্রকৃতি ও পরিধি ঃ

১। জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে মলমূত্র ত্যাগের স্থান নির্ধারণ ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তা নির্মাণ।

২। বৃক্ষরোপণ ঃ বাড়ীর উপযুক্ত স্থানে কিছু মাটি ফেলে উঁচু জায়গায় বৃক্ষরোপণ।

৩। নিরক্ষরতা দূরীকরণকল্পে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে স্থানীয় প্রবীণদেরকে প্রাথমিক শিক্ষায় উদ্বুদ্ধকরণ। এক্ষেত্রে স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ক্লাব ঘর কম্যুনিটি সেন্টার ইত্যাদি নৈশ বিদ্যালয় হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। উৎসাহী শিক্ষিত বেকার যুবক ছাত্র-ছাত্রী খণ্ডকালীন চাকুরীর মাধ্যমে নৈশ বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে কাজ করতে পারেন।

(ছ) উপকরণ সংগ্রহকরণ ঃ

১। প্রয়োজনীয় সংখ্যক কোদাল ও ঝুড়ি।

২। বৃক্ষ রোপণের জন্য স্থানীয় কৃষি বন উন্নয়ন কর্পোরেশন হতে প্রয়োজনীয় চারা (কড়াই, রেণ্ডি, শাল, সেগুন ও মেহগনি ইত্যাদি) সংগ্রহ)।

৩। বয়স্ক শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বইপত্র ও অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ ও বিতরণ।

(ঝ) অর্থ সংগ্রহ ঃ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কোনো নির্ধারিত তহবিল হতে উল্লিখিত উপকরণ সংগ্রহের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান দিতে পারেন। সরকারও সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে উল্লিখিত উপকরণাদি সংগ্রহের জন্য সামান্য অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা নিতে পারেন বা অন্য কোনোভাবে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করতে পারেন।

—অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান